হুজুগে বাঙ্গালী।

বর্তমান পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষের প্রতিনিধি ইয়াসিন আরাফতের নামে উৎস্বর্গকৃত। তাকে আমার লাল সালাম। সালাম জানাই প্যালেষ্টাইন ও ইরাকের মুক্তিকামী মানুষকে।

স্কুলের পাঠ্য পুস্তকে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ অন্তর্ভূক্ত ছিল, যার প্রথম লাইনটি ছিল "আমি বৃদ্ধ সেজে তোমাদেরকে উপদেশ দিতে আসিনি, বলতে এসেছি তোমরা নবীন"। তরুনেরাই যে সমাজের চালিকা শক্তি সেই কথাটাই রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছিলেন। চালিকা শক্তি যদি উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন কৌশাল গ্রহনে বা শত্রু-মিত্র চিনতে ভুল করে, সমাজ তখন লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। এর উৎকৃষ্ট উদহারণ বাংলাদেশ এবং নবীন বাঙ্গালী সমাজ। ষাট দশকের বাঙ্গালী তরুণ সমাজের সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ফসল বাংলাদেশ। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেনীর রাজনৈতিক দল (আওয়ামী লীগ) এর শিক্ষিত ও তরুন কর্মিদের এক বিরাট অংশ মার্ক্সবাদের অকখগ না বুঝে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নামে বিপ্লব সংঘটিত করার লক্ষ্যে জাসদ গঠন করে অজান্তেই সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক দেশীয় রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীলদের হাত শক্তিশালী করে এবং মুক্তিযুদ্ধের অবিসম্বাদীত নেতা বঙ্গবন্ধুর চরিত্র হণনে রত হয়। ধর্ম মানুষের মূল শত্রু নয়, মৌলবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ পরষ্পরের সহায়ক এবং মানুষের মূল শত্রু।

মুক্তিযুদ্ধ পক্ষ শক্তির বিভাজনে সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক দেশীয় রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের হাতে বঙ্গবন্ধু নিহত হন এবং ১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বারে সিপাহি-জনতার বিপ্লবের নামে জাসদের হটকারী কার্যক্রমের ফলে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের নেতা জিয়া-উর রহমানের ক্ষমতা গ্রহনের পথ প্রশস্ত করে। জাসদের বিপ্লবী সংঘ কর্তৃক সংগঠিত সিপাহি-জনতার উক্ত বিপ্লবে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহনকারীদের একজন ছিলেন জনাব শামসুদ্দিন পেয়ারা। বিগত ১৯৭৫ সালের শিক্ষিত ঐ যুবক বর্তমানে একজন পরিণত মানুষ। গত ৭ই নভেম্বারের যুগান্তরে প্রকাশিত প্রবন্ধে জনাব শামসুদ্দিনের নিম্ন বর্ণিত উক্তি "উক্ত বিপ্লবের দুঃখজনক পরিনতির ফসল বর্তমান বাংলাদেশ" ছিল ঐ বিপ্লব সম্পর্কে তার মূল্যায়ন। রাজনীতি না বুঝে হুজুগে মেতে বিপ্লব করতে যাওয়ার খেসারত দিচ্ছে বর্তমান কালের সাধারণ বাঙ্গালী।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৯/১১ এর ঘটনার প্রেক্ষাপটে সাম্রজ্যবাদ নিজ স্বরূপে আবির্ভূত। হিটলারের মত বিশ্বের সকল সম্পদ ও বাজার করায়ত্ত করা তার আকাংখা। রাজনীতি এবং সন্ত্রাস কাহাকে বলে ও কত প্রকার তার আগা-মাথা না বুঝে প্রবাসী বাঙ্গালীর একটি ক্ষুদ্রাংশ নিজ বুদ্ধি ব্যয়ের পরিবর্তে নির্বাচন সংক্রান্ত মার্কিন প্রতিক্রিয়াশীল তথ্য মিডিয়ার প্যাকেজ বিশ্লেষণের বক্তব্য উদ্ধৃতি দিয়ে চলছেন। তাই ঐ ভদ্রলোকেরা মার্কিন নির্বাচনের তথ্য ভিত্তিক বিশ্লেষণের মধ্যে চক্রান্ত তত্ত্বের সন্ধান পান।

নির্বাচন বিশ্লেষণে উপস্থিতির প্রয়োজন হয় না, দরকার সঠিক তথ্যের, তথ্যের উৎস জানা থাকলে ইন্টারনেটের যুগে পৃথিবীর যে কোন স্থানে বসে তথ্য পাওয়া এবং নির্বাচন বিশ্লেষণ করা সম্ভব। চিন্তার স্তর নিম্ন পর্যায় থাকার কারণে প্রবাসী বাঙ্গালীদের একটি ক্ষুদ্রাংশ বুঝতে অক্ষম যে মার্কিন নির্বাচনে ব্যক্তিগত ভাবে বুশ বা কেরী কারোরি জয় বা পরাজয় হয়নি। পাতানো ব্যয় বহুল নির্বাচনি খেলায় জয় হয়েছে সাম্রাজ্যবাদের, আর পরাজয় হয়েছে লিবারেল মার্কিন জনগনের এবং বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের।

মার্কিন জনগণের নিরাপত্তার নাম করে আফগানিস্তান ও ইরাকে হামলা চালিয়ে কয়েক শত বিলিয়ন ডলার মুনাফা অর্জন করে নিচ্ছে কর্পোরেট পুজি। কর্পোরেট পুজির মুনাফা অর্জনের খেসারত দিতে হচ্ছে আফগান ও ইরাকের সাধারণ জনগণকে। স্নায়ু যুদ্ধ কালে কমিউনিষ্ট নিধনের নামে ভিয়েতনাম ও ল্যাটিন আমেরিকায় লক্ষ লক্ষ লোক হত্যা করা হয়েছিল। সন্ত্রাস নির্মূল ও গণতন্ত্র রপ্তানীর নামে এক-কেন্দ্রিক-শক্তি বিশ্বে সন্ত্রাস ছড়াচ্ছে। আলোচ্য ঐ এক-কেন্দ্রিক বিশ্ব-শক্তি মধ্য-প্রাচ্যে তার বিরোধী শক্তিকে সন্ত্রাসী আখ্যায়িত করে গত এক বছরে এক ইরাকেই প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ হত্যা করেছে।

বিগত নির্বাচনে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ভাবে উদার মার্কিন জনগণ বিশ্ব সন্ত্রাস সৃষ্টির মেশিন ভাঙ্গতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই বলে মেশিনটি যে ভাঙ্গা যাবে না তাও নয়। তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে। বিগত মার্কিন নির্বাচনের সব চেয়ে বড় অর্জন হলো বিশ্ববাসীর সাথে বিরাট সংখ্যক লিবারেল মার্কিনীর একাত্মা প্রকাশ। অচিরেই বিশ্বের এক-কেন্দ্রিক-শক্তির অবসান ঘটতে যাচ্ছে। তারই পূর্বাভাস ১০০ বিলিয়ন ডলারের তরল প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে ইরান কর্তৃক চীনের সাথে সম্পাদিত চুক্তি। চুক্তির পরিমান আরো ১০০ বিলিয়ন ডলার বৃদ্ধির কথা চুক্তিতে উল্লেখ রয়েছে। রাশিয়ার সাথেও ইরান ৫০ বিলিয়ন ডলারের তেল চুক্তি সম্পাদিত হোতে যাচ্ছে।

গ্লোবাল রাজনীতি বিশ্লেষকদের ধারণা যৌথ সাধারণ স্বার্থ বিরোধী মার্কিন নীতির ফলশ্রুতিতে অচিরেই জার্মান ও ফ্রান্স নিজ স্বার্থে চীনের সাথে মৈত্রী স্থাপন করতে বাধ্য হবে। তাই প্রবাসী বাঙ্গালীর যে অংশটি মার্কিন প্রশাসনের ও কর্পোরেট পুজির মালিকাধীন তথ্য মিডিয়ার বক্তব্যকে বেদ বাক্য মনে করে ইসলামকে সন্ত্রাসী ধর্ম ও মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী আখ্যায়িত করে চলছেন, যারা ধর্ম ও মৌলবাদের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে ব্যর্থ এবং খৃষ্টান মৌলবাদের পৃষ্ঠপোষক রিপাবলিকান দলকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন তারা কমিউনাল ও প্রতিক্রিয়াশীল।

আর্থ-সামাজিক কাঠামোর উপর মানুষের চিন্তা-ভাবনা ও দেশের রাজনীতি নির্ভরশীল। আবার অর্থনৈতিক পদ্ধতির উপর সামাজিক কাঠামো নির্ভরশীল। প্রত্যেকটি অর্থনৈতিক পদ্ধতি এবং সামাজিক কাঠামোর নিজস্ব গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট বিদ্যমান, যা ভিন্ন অর্থনৈতিক পদ্ধতি ও সামাজিক কাঠামো থেকে সংশ্লিষ্ট পদ্ধতি ও কাঠামোকে পৃথক করে। অর্থশাস্ত্র অনুযায়ী রেগানের Trickle down economic theory ছিল ধপ্পাবাজী। উক্ত তত্ত্ব অনুযায়ী ধনীদের অর্থ চুয়াইয়ে সাধারণ মার্কিনদের অর্থিক অবস্থার উন্নতি করতে সহায়তা করেনি। অর্জিত সব অর্থই ধনীর পাত্রে থেকে গেছে।

বর্তমান বুশ ডকট্রিনও সাধারণ মানুষের চোখে ধুলো দেয়ার জন্য প্রণোদিত। অর্থ ও ব্যবসার বিনিময় ইসলামী মৌলবাদ সংগঠিত করতঃ সন্ত্রাস সৃষ্টি করে প্রী-এমপটিভ আক্রমনের অবস্থা তৈরী করার লক্ষ্যে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভয় জাগ্রত করা হয়। জাগ্রত ভীত অবস্থা বজায় রাখার জন্য ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টির লক্ষ্যে খৃষ্টান মৌলবাদকে উসকিয়ে এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্তকে ধোঁকা দেয়ার জন্য প্রী-এমপটিভ আক্রমনকে গণতন্ত্র বাস্তবায়নের আবরণে ঢেকে দেয়া হয়।

গণতন্ত্র ছেলের হাতের মোয়া নয় যে রপ্তানী করা যায়। রপ্তানীকৃত গণতন্ত্রে কারজাই, চেলাবি ও আলায়ি সৃষ্টি হয়। গণতন্ত্র অর্জন যেমন কষ্টকর, তেমনি রক্ষা করাও কষ্টকর। বিগত ১৯৪৭ সাল থেকে গণতন্ত্রের

জন্য সংগ্রাম করে বাঙ্গালীরা দেশ স্বাধীন করেছিল। ১৯৭২-৭৫ সাল পর্যান্ত গণতন্ত্রের সাদ ভোগ করলো। কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেনীর কিছু লোকের হটকারী কার্যকলাপে বর্তমানে বাংলাদেশ বি,এন,পি ও খালেদা জিয়ার সাম্প্রদায়িকতা ও স্বৈরাতন্ত্রে নিস্পেষিত। বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপে সংশ্লিষ্ট সমাজের সাধারণ অগ্রগতি ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। ফলে সংশ্লিষ্ট সমাজের রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীলেরা উপকৃত হয়, যা বাংলাদেশে ঘটেছে।

আলোচ্য প্রী-এমপটিভ আক্রমন দ্বারা সংশ্লিষ্ট দেশ থেকে কর্পোরেট পুজি বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার লুট করে নিচ্ছে। মার্কিন জনগণের মধ্যে জাগ্রত ভীত এবং প্রী-এমপটিভ আক্রমনের বাই-প্রোডাক্ট হলো বিগত মার্কিন নির্বাচনের ফলাফল। বুশ ডকট্রিনের মাধ্যমে রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠিকে উসকিয়ে দেয়ার চক্রান্ত মার্কিন মধ্যবিত্ত শ্রেনীর বিরাট অংশ বুঝতে পারলেও রাজনীতি অজ্ঞ সাধারণ মার্কিনবাসীর বোধগম্য হয়নি। যেমন বোধুদয় ঘটেনি প্রবাসী কিছু শিক্ষিত বাংগালীর। হ্যাতেনেরা রাজনীতি ও গণতন্ত্রের অকখগ না বুঝে, হুজুগে মেতে চোখে সরষের ফুল দেখার মত মার্কিন নির্বাচন সংক্রান্ত সত্য ভাষণকে চক্রান্ত তত্ত্ব মনে করে আনন্দে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ডুগডুগি বাজাচ্ছেন এবং গান ধরেছেন ”তারা সব চলে গেল, কি চমৎকার দেখা গেল”।

সেতারা হাশেম ১১/১২/০৪